প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
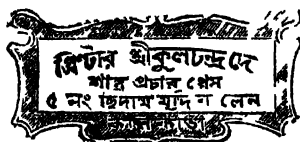
নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাদেব। ইন্দ্র। মাতলি। মদন। অর্জ্জুন। প্রতীহারী প্রভৃতি।

স্ত্রী

উর্ব্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরাগণ, মহামায়ার সঙ্গিনীগণ।

অপ্সরা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস-পর্ব্বত

(ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীবেশে মহাদেব এবং মহামায়ার সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

আরে কেরে এ নেচে নেচে চলে ?
আরে কি নেশা করে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে ॥
লাজে যাই ম'রে, বুড়ো কি রঙ্গ করে,
আরে বনফুলের মালা এর কে দিলে গলে ?
চায় মিটিমিটি, হেসে লুটোপুটি,
আরে মন ভুলিয়ে দিলে কি জানি কি ছলে।
এর ঘর কোন্ ঠাঁই, তার ঠিক-ঠিকানা নাই,
আরে কতদিনের বুড়ো এটা কে জানে কে বলে ?
সাধটী প্রাণে থাকি প'ড়ে এর দু'টী পায়ের তলে ॥

[প্রস্থান।

(পর্ব্বতোপরি অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। নির্ম্মল প্রভাত ! দেবদেব মহাদেবের পূজা ক'রব ব'লে বনফুল তুলে মালা গাঁথলেম, কিন্তু একি ব্যাঘাত ! ভীমদন্ত বিকট

বরাহ অকস্মাৎ কোথা হ'তে আমায় গ্রাস কর'তে আসছে! এ'কে বধ না ক'রলে তো আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। আগে বরাহকে বধ করি, পরে পূজা। (বরাহের প্রতি বাণনিক্ষেপে উদ্যত)

(কিরাতবেশী মহাদেবের পুনঃপ্রবেশ)

মহা। আরে আরে করিস্ কি, করিস্ কি? ওটা যে হামি তাগ করিছি, হামি বাণ মেরে ওটাকে ফেঁড়ে ফেলি, তুই দেখ্! (বাণ নিক্ষেপ)

অর্জ্জুন। কে বাধা দেয়! (বাণ নিক্ষেপ) আরে মূর্খ কিরাত, এ তুই কি কর্‌লি? আমার লক্ষ্য বরাহের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলি?

মহা। আরে এটা কে বটে রে কে বটে! কোথা থেকে কে এল রে? হামার ঠাঁই, হামি ঘুরি ফিরি, গান করি, যদি মন চায়তো বরা মারি, হরিণ মারি, এ জংলীটা এখানে কোথা থেকে এলরে!

অর্জ্জুন। (অগ্রসর হইয়া) রে নির্ব্বোধ! তুই মৃগয়ার নিয়ম জানিস না? আমি পূর্ব্বে যাকে লক্ষ্য করেছি, সে মৃগে তোর অধিকার কি? কেন তুই ঐ বরাহকে বাণবিদ্ধ করলি?

মহা। কার বরা, কে মারে রে—কে মারে? এ বাউবাটা কি বলে রে কি বলে? হামি আগে দেখছি, তাগ করছি। তুই কেন হামার বরা মারলি বল্?

অর্জ্জুন। আরে অধম, তুই এখনও আমার সামনে কথা কইতে সাহস করছিস? মূর্খ, চলে যা—নইলে এখনি তোকে আমি বধ ক'রব।

মহা। আরে, এ যে বড় জোর জোর কথা বলেরে! এটা কোন্ দেশের গাধারে—কোন্ দেশের গাধা? হামায় মারবি? তোকে যদি মারি, তোর কোন্ বাবা আছে তোকে রাখবে?

অর্জ্জুন। কি! নীচমুখে উচ্চ কথা! আরে হীন শবর, যদি পারিস আত্মরক্ষা কর্।

মহা। আরে হাসির কথারে হাসির কথা! হামি ধনুক ধরলে তুই পারবি? মার্, মার্, দেখি তোর বাহাদুরী!

অর্জ্জুন। পামর, এই তোর শাস্তি! (বাণনিক্ষেপ)

এ কি চমৎকার!
হানিলাম দিব্য অস্ত্র যত,
নিষ্ফল সকলি!
অকাতরে সহে বৃদ্ধ বাণের প্রহার,
অটল—অচল—স্থির,—
ভূধর যেমন সহ্য করে বরিষার ধারা!
শূন্য তূণ—
কি করি এখন?
মল্লযুদ্ধে বিনাশি পামরে।

মহা। আরে থামলি কেনরে, থামলি কেন? পুঁজীপাটা আর কি আছে বা'র কর। অমন কাঁচা বয়েস তোর, হামি তো বুড়ারে! আয়, দেখি তুই কেমন বীর?

অর্জ্জুন। না, এ বিদ্রূপ অসহ্য! মূর্খ কিরাত, আয় তোকে মল্লযুদ্ধে বধ করি।

মহা। তাই আয়, দেখি কি হয়! তোর জোরটা একবার বুঝে নিই—আয়—আয়—

[উভয়ের মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(ব্যাধপত্নীগণের পুনঃ প্রবেশ ও গীত)

এটা কার বেটারে কার বেটা ?
দেখছি বটে জবর এটার বুকের পাটা !
লড়ছে বুড়ার সাথে, হাতে হাতে,
ছাতি বটে—
বুড়ো হিম্‌সিম্. খাওযায বুঝি লাটাপাটা ॥

(মহাদেব ও অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ)

মহা। কিরে, এরি মধ্যে যে হাঁপিযে পড়লি ? তবে তো ভারি লড়্লি! এখন কি করবি ? যাবি না মরবি ? বল্ বল্, তুই-ই বল্ ? এই নে তোব ধনুক ফিরিয়ে নে। হাঃ হাঃ।

অর্জ্জুন। বিঘূর্ণীত মস্তিষ্ক আমাব।
দুর্ব্বার সমর এ জীবনে করিয়াছি বহু,
কিন্তু দেখি নাই কভু হেন শক্তিধর!
অনায়াসে গাণ্ডীব লইল কাড়ি,
অনায়াসে পরাজিল মোরে ?
ছি ছি কিবা ফল বিজিত জীবনে!
রে শবর, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
ইষ্টপূজা না করিয়া করিয়াছি রণ,
তেঁই পরাজয় মম।
তিষ্ঠ ক্ষণ,
দেখিব এখনি কতশক্তি ধরিস পামর,
পূজা অন্তে, পুনঃ যুদ্ধে বধিবরে তোরে।

মহা। সেই ভালরে সেই ভাল। বুড়া মানুষ, হামি ঐ পাহাড়টায়

একটু জিরিয়ে নিই। তুই দেখ্ তোর কে বাবার বাবা আছে, তাকে ডাক, ছেলেমানুষ একলাতো পারবিনি, সেই ভাল।

(পর্ব্বতোপরি উপবেশন)

অর্জ্জুন। নীচের স্পর্দ্ধা এমনি হয় বটে! দাঁড়াও, আগে ইষ্টপূজা করি, পরে ব্যাধকে শাস্তি দেব।

জয় রজত ভূধর, দেব দিগম্বর,
জয় ভূতেশ্বর ত্রিলোকের নাথ।
বিচিত্র ত্রিগুণময়, নামে হবে সর্ব্ব ভয়,
জয় প্রভু ত্রিপুরেশ ত্রিপুর-নিপাত॥
জয় শিব শম্ভু হর, জয় অনাদি ঈশ্বর,
নমো বিষ্ণুরূপধারী বিধাতার ধাতা।
ভালে বহ্নি স্থিরপ্রভা, দিগন্তে মিলায় আভা,
নমো নমো বিশ্বেশ্বর অখিলের ত্রাতা॥

[অর্জ্জুন যেমন উদ্দেশে ফুলের মালা দিলেন, সেই মালা কিরাতবেশী মহাদেবের গলায় পড়িল]

অর্জ্জুন। একি! একি! কে তুমি কিরাতবেশধারী, আমার ইষ্টদেবের উদ্দেশে মালা, অলক্ষ্যে তোমার গলার ভূষণ হ'ল! হায় হায়, মূর্খ আমি, কে তুমি তোমায়তো চিনতে পারিনি!

ব্যাধপত্নীগণ। আরে তাইতোরে! এটা কে বটেরে কে বটে!

(ব্যাধমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া মহাদেবের স্বরূপমূর্ত্তি প্রকাশ)

মহা। বৎস, আমি তোমার বীরত্ব পরীক্ষা করবার জন্য ব্যাধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিলুম। নরকুলে তুমি ধন্য—যুদ্ধে আমার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করেছ! তোমার এই অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসের পুরস্কার—এই

নাও পশুপতির একমাত্র আয়ুধ—এই পাশুপত অস্ত্র স-মন্ত্র তোমায় দান করছি। ঐ দেখ, দেবতারা তোমার বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তোমায় দেখবার জন্য ব্যগ্র। আমার বরে তুমি সশরীরে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ ক'রে এস।

অর্জ্জুন। হে দেবদেব, বাক্য রুদ্ধ হ'য়ে আসছে; এত কৃপা তোমার! এত ভাগ্য আমার—নরদেহে আজ তোমায় দর্শন করলেম। মূর্খ আমি—তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেছি। জয় গৌরীপতি! জয় মহেশ্বর!! (প্রণিপাত)

মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। হে জগতের আদি। দেবরাজ ইন্দ্র আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর প্রিয়পুত্র অর্জ্জুনকে স্বর্গদর্শনে লয়ে যাবার জন্য।

মহা। এই নাও মাতলি, পার্থকে সঙ্গে নাও। শিবাস্তে পন্থানঃ।

অর্জ্জুন। দেব। দাসের কোটি কোটি প্রণাম।

[মাতলি ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(মদন সহ গৌরীর প্রবেশ।)

মহা। কি, মদন যে!

মদন। আজ্ঞে, ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনার কোপে একবার দেহ গিয়েছিল, তার পর জননী মহাদেবীর কল্যাণে পুনর্জ্জীবন পেয়েছি, সেই হ'তেতো প্রত্যহই একবার ক'রে এসে পায়ের ধূলি নিয়ে যাই। ভুলে যাচ্ছেন কেন?

মহা। বটে বটে! ভাং খেয়ে সব ভুলে যাই। এস দেবি!

গৌরী। দেব! নরদেহে স্বর্গেতো কারও প্রবেশ অধিকার নাই; তবে অর্জ্জুনকে সশরীরে স্বর্গে যাবার অধিকার আপনি দিলেন কেন?

মহা। দেবি! অর্জ্জুন কে তা জান না? অর্জ্জুন নারায়ণের অংশ; কার্য্যে ধরায় অবতীর্ণ। অর্জ্জুন আত্মজয়ী ঋষি। যে আত্মজয়ী, সে দেহী হ'লেও তার পক্ষে স্বর্গের দ্বার চির উন্মুক্ত! অর্জ্জুন জিতেন্দ্রিয়! জিত ইন্দ্রিয় যে, তার পক্ষে স্বর্গের দ্বার চির উন্মুক্ত! সুতরাং অর্জ্জুন স্বর্গ প্রবেশে শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

মদন। জিতেন্দ্রিয়! (হাস্য)

মহা। কি মদন হাসছ যে?

মদন। আজ্ঞে, অর্জ্জুনকে জিতেন্দ্রিয় আত্মজয়ী ব'ল্লেন কি না! আপ'ন যেমন ভোলা, সকলকেই আপনার মতন দেখেন, তাই হাসলেম।

মহা। হাসি নয় মদন; আত্মজয়ী যে, সে যে ইন্দ্রিয়জয়ী তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মদন। না দেখলে বুঝতে পারি না।

মহা। বেশ; অর্জ্জুন তো স্বর্গদর্শনে যাচ্ছে, তুমিও সঙ্গে যাও, একবার তাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ। দেখ, তোমার প্রতাপ ব্যর্থ হয় কিনা।

মদন। সামান্য মানুষ!

মহা। এই মানুষই অসামান্য হয়—এই মানুষই দেবতা হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই মানুষের দেহেই অবতার হন্। মানুষ উপেক্ষার নয়।—ভাল, আমি বলছি তুমি একবার অর্জ্জুনকে পরীক্ষা ক'রে দেখ।

গৌরী। অর্জ্জুন কি মদনের প্রভাব লঙ্ঘন করতে পারবে?

মহা। দেখনা কি হয়।

মদন। জয় হর-পার্ব্বতীর জয়!!

দ্বিতীয় দৃশ্য

নন্দন-তোরণ

[অপ্সরাগণের গীত]

এস পরম অতিথি পুরে,
আজি শোনাব তোমারে গান নূতন সুরে।
হেথা নাহি জ্বালা, নাহি অবসাদ,
কালের পীড়ন নাহি, নাহিক বিষাদ,
জাগিতে বাসনা পূরে মনোসাধ—
সঞ্চিত অধরে সুধা, নয়নে প্রণয় ঝুরে॥
সদা বিরাজে ঋতু বসন্ত,
শান্ত মদন হেথা নহেক দুরন্ত,
ধরণীর জরা পশেনা কখন, যৌবন নাহি অন্ত—
রূপের লহর বহে ধীরি ধীরি, ডুবে প্রাণ রস মধুরে।
এস এস বীর, হৃদয় অধীর, থে'ক না—র'ওনা দূরে॥

ইন্দ্র। এস পুরন্দর-নয়ন-আনন্দ,
এস পুরু বংশধর, নরোত্তম নরকুলে!
তব তরে আজি উদ্ঘাটিত নন্দনের দ্বার,—
নরদেহে প্রবেশ-যেথায়
অধিকার নাহি কারো!
এস ভাগ্যধর,
খাণ্ডব দাহনে অনলে রক্ষিয়ে
স্থাপিলে অক্ষয় কীর্ত্তি—

দেবতার সাধ্যাতীত যাহা !
বাহুবলে তুষিয়া শঙ্করে
কিরাত-বিজয়ী বীর,
পাশুপত লভিলে হেলায় !
বংশের গৌরব,
অদেয় তোমারে বল কি আছে আমার ?
আজি তুমি স্বর্গের অতিথি,
পিতৃগৃহে পুত্রের প্রবেশ—
তাই সুরপুরে আনন্দের নাহিক অবধি !

অর্জ্জুন। প্রণমি চরণে তাত !
কৃপায় তোমার
নরদেহে আজি পশিয়াছি স্বর্গপুরে ;
কৃপায় তোমার
খাণ্ডব-বিজয়ী আমি ;
মহেশের আশীর্ব্বাদ লভিয়াছি অনায়াসে।
নরকুলে ভাগ্যবান্ মম সম কেবা—
ইন্দ্র যার পিতৃপরিচয় !

ইন্দ্র। মাতলি !
যাও ত্বরা,
কর উৎসবের আয়োজন পুরে।
অপ্সর-সেবিত সভা
গীতবাদ্যে মুখরিত সদা,
খচিত তারকা-হারে,
ইন্দ্রদ্যুতি-আলোকে উজ্জ্বল !

কর নিমন্ত্রণ নারায়ণে,
ব্রহ্মা আদি দেবতা নিচয় ;
ঋষি-সঙ্ঘ রাজর্ষি মহর্ষি,
কবি চিত্রকর,
কুবের বরুণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সমাবেশে
হবে অপূর্ব্ব বাসর !
স্মৃতি যার—
আজীবন পার্থ মহারথ
ধরাধামে করিবে বহন ।

মাতলি। যথা আজ্ঞা দেব !
বিশ্বকর্ম্মা মতিমান্,
ভার তাঁরে করিব অর্পণ ।
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা,
চিত্রলেখা ঘৃতাচী সুকেশী,
সুবেশা সুন্দরী যত স্বর্গের মোহিনী,
চারু নৃত্যশীলা—
নূপুর নিক্কণে যার মোহিত মদন—
উজলিবে নন্দনের সভা ।
নিমন্ত্রিব যোগ্য জনে,
আয়োজনে ক্রটি নাহি হবে দেব !

ইন্দ্র। বৎস !
শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে,
এস কর শ্রান্তি-বিনোদন ।
জননী তোমার সুরেশ্বরী শচীদেবী

শুনি' তব বীরত্ব ব্যাখ্যান
আকুল হেরিতে তোমা।
চল ত্বরা,
সুরপুরে উৎকণ্ঠিত সবে।—
মাতলি, দেখাও পথ। [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। তৃপ্ত প্রাণ—
কি সৌরভ পবন বিলায়।
নাহি ক্লান্তি নাহিক জড়তা,
চিত্ত যেন আনন্দে অধীর।
এই স্বর্গ—
চরাচর বাঞ্ছিত নন্দন! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দনের পথ

(মদন ও রতি)

[দ্বৈত-গীত]

মদন— বাণ দেখে প্রাণ, শিউরে উঠনা।
ফোটে যদি হৃদয় কলি, মুখটী ফুটোনা।

রতি— তোমার তো মুরদ ভাবি,
নযকো কাজে, কথায জাবি,
প্রাণে প্রাণে আছ বাঁধা, অত ছুটোনা,

মদন— কথা বড় নযকো মিছে,
তুমি আগে, আমি পিছে,
তাইতো বলি রে'খ পায়ে নিদয় হ'যোনা—
রতি— বুকটী জুড়ে তোমার ঠাঁই,
মদন— পলকে হারাই তাই,
রতি— ছি ছি আপন ভুলে পুরুষ হ'যে পাযে লুটোনা ॥

রতি। এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথায়, আমায় সঙ্গে না নিয়ে?

মদন। স্বর্গে আজ মহা উৎসব!

রতি। স্বর্গে, কোথায়?

মদন। ইন্দ্রপুরীতে।

রতি। কেন?

মদন। নরলোক থেকে অর্জ্জুন এসেছেন, তাই উৎসবের আয়োজন।

রতি। তুমি গিয়ে কি করবে? এ স্বর্গের উৎসব, এতো কোন ঋষি তপস্বীর আশ্রম নয়, যে যোগভঙ্গ ক'রতে যেতে হবে? গৌরীর তপস্যায় মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গবারও প্রয়োজন নেই, তবে তুমি কেন ব্যস্ত হ'য়ে চলেছ?

মদন। শুধু নিমন্ত্রণ রাখতে।

রতি। আমায় বাদ দিয়ে?

মদন। বাপরে! তাও কি হয়? গন্ধহীন ফুল? সোণা ফেলে আঁচলে গেরো? কেন, শচীদেবী তোমায় নিমন্ত্রণ করেন নি?

রতি। নইলে তুমি কি ভাবছ অমনি তোমার পিছু নিয়েছি? আমি কি এমনি নিঘিন্নে?

মদন। তোমার কি ঘৃণা আছে?

[দ্বৈত-গীত]

মদন— ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিনটী থাকতে নয়,
প্রেমের এই ধারা ছড়িয়ে আছে ভুবনে।

রতি— আমি লাজ ভাসিয়ে দিছি বাঁধা আছি চরণে॥

মদন— কি মোহিনী জাগে নয়নে তোমার,

রতি— তুমি বিনে মোর সকলি আঁধার,

মদন— অভয়া, তুমি লো সদয়া যদি, ভয়বাসি কি মনে?

রতি— গঞ্জনা গলার হার,
কথার ধারিনা ধার;

মদন— মনে রে'খ—

রতি— পায়ে রে'খ—

উভয়ে— মদন রতি বিকিয়ে আছি হৃদয়ভরা প্রেমের পণে॥

মদন। তবে একটু পা চালিয়ে চল, আমার উপর ভার প'ড়েছে অপ্সরাদের সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

রতি। তারাতো সেজেই আছে, তুমি নতুন ক'রে আবার কি সাজাবে?

মদন। জানতো, স্ত্রীলোকের সাজেরও অন্ত নেই, সাধেরও অন্ত নেই। নন্দনচারিণী অপ্সরা—অভাব কিছুরই নেই—তবু নিত্যি একটা নতুন কিছু করতেই হবে। রোজরোজই বা নতুন পাই কোথা? তাই এবার মনে করেছি—

ফুলরেণু ঘন করি পরাব বসন।
বিজলী মেখলা হবে নিতম্ব ভূষণ॥
উরসে তারকা হার, কেয়ূর সে জ্যোছনার,
কঙ্কন-ঝঙ্কার মৃদু অলির গুঞ্জন।
নিশির শিশির দুল, ঝলমল্ কর্ণমূল,

বরিষার মেঘে মাখা নয়ন অঞ্জন ॥
উজল সন্ধ্যার দীপ. ললাটে শোভিবে টীপ,
হেম-উষা-ভাতি, চারু সীমন্ত-শোভন।
চঞ্চল অঞ্চল তার, সূক্ষ্মসূত্র মলয়ার,
সুবেশা বিবশা নারী মানসমোহন ॥

রতি। তার জন্য এত কষ্ট ক'রে তোমায় যেতে হবে না; এ বেশ তারাতো অতি সহজে নিজেরাই ক'রে নিতে পারে।

মদন। তবু একজন বেশকারী চাই।

রতি। আমি কিন্তু তোমায় ছেড়ে দেবনা।

মদন। কেন?

রতি। যা ব'ল্লে, যদি সত্যিই সেই বেশে অপ্সরারা যায়, তাহ'লে তোমায় আর সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে না।

মদন। সেই ভয়েই তো তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

রতি। তোমাদের সত্যিই লজ্জা নেই।

মদন। সেটা তোমাদেরই জন্যে। চল, আর কথায় কাজ নেই, দেরী দেখলে দেবরাজ আবার না ডাকতে লোক পাঠান।

রতি। বসন্তকে সঙ্গে নিলে না?

মদন। তাকে পূর্ব্বেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আগে বসন্ত, পরে তুমি, তার পর আমি।

রতি। না, আমি শেষে।

মদন। বেশ, তাই তাই।

রতি। সত্যি বলনা, অত ব্যস্ত কেন?

মদন। সত্যি বলব? ধ্যান ভাঙ্গতে।

রতি। আবার?

মদন। ভয় নেই, এবার হর-কোপানল নয়; মানুষকে পরীক্ষা ক'রতে।

রতি। মানুষ?

মদন। হাঁ, এই অর্জ্জুন। মহাদেব ব'ল্লেন অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়জিৎ; অমনি ধনুকের বাণগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। অপ্সরা সেবিত স্বর্গ—আর মর্ত্ত্যের অর্জ্জুন, একবার দেখি ফুলধনুর গুণ!

রতি। যদি হেরে যাও?

মদন। তোমার কাছেতো হেরেই আছি।

রতি। যদি অর্জ্জুনের কাছে হার?

মদন। তুমি থাকতে হারব? দেখিই না কি হয়?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উৎসব মণ্ডপ

[অপ্সরাগণের গীত]

প্রথম প্রভাতে ফুটেছে যে ফুল,
সুরভি আমরা তাহারি।
প্রথম যে সুরে জাগিল প্রভাত,
এই কণ্ঠে উঠিল ঝঙ্কারি॥
পরশে ধরণী পুলকে শিহরি,
চাহিল নয়ন মেলি'।

রূপ দেখে তার আকুল পরাণ
ভাবের লহরী উঠিল উথলি' ।।
সাগর সিচনে উঠেছি আমরা
লইয়ে সুধার ঝারি ।
শুধু আলোকের রাশি
আমরা অমরা সুরনারী ।।

(অর্জ্জুন ও মাতলির প্রবেশ)

অর্জ্জুন। যতই দেখছি, ততই আমার বাক্য রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। অপূর্ব্ব সভা, অপূর্ব্ব আয়োজন! একসঙ্গে এ সৌন্দর্য্যের সমাহার দেবলোকেই সম্ভব, মনুষ্য কখন কল্পনাও করতে পারে না।

মাতলি। স্বর্গের আয়োজন স্বর্গেই সম্ভব, বিশেষতঃ ইন্দ্রলোকে কেবল সৌন্দর্য্যেরই সমাবেশ!

অর্জ্জুন। কোথাও ভরত মুনি-অনুষ্ঠিত নাট্যলীলা দেখলেম, কোথাও সুকণ্ঠ কিন্নরেরা গান গাইছে, গন্ধর্ব্ববালাদের নৃত্যাভিনয় নয়ন-মনোরম; এখানে দেখছি অপ্সরারা নৃত্য ক'রছে।—দেব! এদের মধ্যে উর্ব্বশী কে? সে ধ্যানভঙ্গকারিণীর কথা শুনেছি, কিন্তু সে সুরসুন্দরীকে দেখবার ভাগ্য কখনও হয়নি।

মাতলি। এর ভিতরে উর্ব্বশী কেউ নয়; উর্ব্বশী এখনও এ সভায় প্রবেশ করেনি, কামদেব তাকে আনতে গেছেন, এখনি আসবে।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। মাতলি! পার্থকে সকল আয়োজনই তো দেখান হয়েছে?
মাতলি। হাঁ দেবরাজ!

অর্জ্জুন। দেব! আপনার কৃপায়, ভাগ্যবশে আজ স্বর্গে দেবতা-মণ্ডলীর সহিত পরিচিত হলেম—নরদেহে এ ভাগ্য দুর্লভ। কিন্তু একটি বিষয় জানবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে।

ইন্দ্র। কি, বল?

অর্জ্জুন। এখানে নারায়ণের এক মূর্ত্তি দেখলেম, কিন্তু মর্ত্ত্যে এই নারায়ণই তো শ্রীকৃষ্ণরূপী কংসনিধনকারী, নন্দদুলাল, পাণ্ডবের সখা। একই ভগবান্ দুই ভিন্ন মূর্ত্তিতে—এ রহস্য অতি বিচিত্র!

ইন্দ্র। ভগবানের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। কেবল ভগবান কেন? প্রয়োজন হ'লে সকল দেবতাই মর্ত্ত্যে কলেবর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের স্বরূপমূর্ত্তি স্বর্গে অবিকৃতরূপে বিরাজ করেন। দেহধারী ভগবান ধরাধামে অংশে পূর্ণ। তাঁর এক মূর্ত্তি স্বর্গে বৈকুণ্ঠপতি আর এক মূর্ত্তি বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের তেজ, জ্যোতিঃ বা শক্তি, দেবতা গন্ধর্ব্ব নর সমস্ত চরাচরে বিভিন্ন আকারে ব্যাপ্ত। তুমি যে আজ নরদেহে অর্জ্জুন—তুমি যদি তোমার পূর্ব্ব যুগের জন্ম-বৃত্তান্ত শোন—তাহ'লে তুমি নিজেই বিস্মিত হবে, আর ভগবানের যে কি বিচিত্র লীলা তা সহজেই বুঝতে পারবে।

অর্জ্জুন। দেব! আপনার কথা শুনে আমার পূর্ব্বজন্মের রহস্য জানবার কৌতূহল হ'চ্ছে।

ইন্দ্র। সে লীলা অতি গোপনীয় হ'লেও তোমার কৌতূহল নিবারণের জন্য তার কিয়দংশ তোমায় বলছি। কিন্তু বৎস, সেই বিচিত্র ইতিহাস মর্ত্ত্যে ফিরে গেলে তুমি বিস্মৃত হবে।

অর্জ্জুন। কেন দেব?

ইন্দ্র। কেন না, মানব জাতিস্মরতাবশে তার পূর্ব্বজন্মরহস্য যদি একবার জানতে পারে, তাহ'লে আর তার কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না।

কর্ম্মের জন্তই তোমার সৃষ্টি ; যত দিন না তোমার কর্ম্মের অবসান হয়, ততদিন তোমাকে মানুষের মতই পৃথিবীতে থাকতে হবে।

অর্জ্জুন। দেব ! পূর্ব্বজন্মে আমি কি ছিলেম ?

ইন্দ্র। অতি অদ্ভুত রহস্য ! শোন।—পূর্ব্ব যুগে কোন সময়ে আদিদেব মহাদেবের সঙ্গে ব্রহ্মার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রোধান্ধ পিণাকী শূলাঘাতে পঞ্চমুখ ব্রহ্মার একটী মুখ দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন করেন। সভীত ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখে নারায়ণের শরণাপন্ন হন। নারায়ণ ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় ব্যথিত হ'য়ে তাঁর প্রিয় অস্ত্র চক্রকে আহ্বান করেন।

অর্জ্জুন। অতি বিস্ময়কর ঘটনা ! দেব, চক্র দেখে কি মহাদেব নিবৃত্ত হ'লেন ?

মহা। না ; রুদ্রদেবও ভগবানের হস্তে শূল নিক্ষেপ ক'রলেন। সেই আঘাতে শোণিত নির্গত হ'ল। ব্রহ্মা কমণ্ডলু মধ্যে সেই শোণিতকে স্থান দিলেন। তারপর ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থিত সেই শোণিত নারায়ণের চক্র কর্ত্তৃক মথিত হ'লে তাহ'তে ধনুর্ব্বাণ হস্তে একটী পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'ল্লেন। তদ্দর্শনে নারায়ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, 'কমণ্ডলু মধ্যে কোন্ নরের উদ্ভব হ'ল ?' "নর" এই বাক্য নারায়ণের মুখ নির্গত ব'লে নারায়ণের অংশসম্ভূত সেই পুরুষ দ্বাপরের শেষে "নর-নারায়ণ" নামে জন্মগ্রহণ ক'ল্লেন। সেই পুরুষই তুমি—শ্রীকৃষ্ণের সখা—অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। আমি ! কিন্তু দেব, আমি তো জানি আপনিই আমার আকর

ইন্দ্র। হাঁ, আমিই তোমার আকর। নারায়ণের শোণিত-সম্ভূত সেই তেজ, নারায়ণই কৃপা পরবশ হ'য়ে আমার নিকট গচ্ছিত রাখেন। তুমি সেই তেজোদ্ভব, সুতরাং দ্বাপরে তুমি ইন্দ্রপুত্র।

অর্জ্জুন। অদ্ভুত ভগবানের লীলা—অদ্ভুত এ কাহিনী। দেব, আপনার চরণে, ভগবান নারায়ণের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

ইন্দ্র। ঐ যে উর্ব্বশী আসছে। মাতলি, উর্ব্বশীর গীতান্তে তুমি দেবসভায় এস, আমি সেইখানে চ'ল্লেম।

[উর্ব্বশীর প্রবেশ ও গীত]

কেন গো সখা উদাস মনে?
চাঁদ যে গো হেসে সারা সুনীল গগনে॥
সাড়া যে দিয়েছে পাখী,
ফুল ফোটার আর নাইক বাকী,
মরম কথা ঐ গো শোন দখিণে পবনে।
ফণী-ধরা বাঁশীর তান,
আকুল ক'রেছে প্রাণ,
কেন ওগো একা বিরস বদনে।
এস এস মোর সাজান সাধের কুসুমিত কুঞ্জ ভবনে॥

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। এই উর্ব্বশী? সুরপুরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী?

মাতলি। কেবল সুরপুরের কেন, ত্রিভুবনের মধ্যে রূপৈশ্বর্য্যে উর্ব্বশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা!

অর্জ্জুন। অদ্ভুত রূপসী বামা,
সুধাকণ্ঠে অদ্ভুত সঙ্গীত!
বিমোহিত নয়ন শ্রবণ,
বিমোহিত প্রাণ!
এ সৌন্দর্য্য স্বর্গেই সম্ভব,
মর্ত্ত্যে কোথা তুলনা ইহার?
অভিভূত চিত!
হে মাতলি, চল দেব সভা মাঝে।

মাতলি। চল। (স্বগতঃ) অর্জ্জুন বোধ হয় উর্ব্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। না হবেই বা কেন? ত্রিভুবনে কে আছে যে উর্ব্বশীর নয়ন-বাণ সহ্য ক'রতে পারে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(মদন ও রতির প্রবেশ)

[দ্বৈত গীত]

রতি— তোমার পাগল করা নয়নবাণে জরজর প্রাণ।
মদন— তোমার মুখের হাসি পরায় ফাঁসি,
মরা গাঙ্গে ডাকায় প্রেমের বান॥
রতি— দেখো, ঢেউ দেখে না ডুবিয়ে দিওনা;
মদন— যেতে হবে উজান বেয়ে,
রতি— দেখব' তুমি কেমন নেয়ে,
মদন— দেখাদেখি তোমায় আমায় ভুলে যেওনা;
রতি— তুমি ঠিক সামলে থেকো,
মদন— তুমি আমার মুখটী রেখো,—
রতি— দেখি পারি কি হারি?
মদন— এবার বুঝব লো জারি;
রতি— চোরাবালি এড়িয়ে গেলে করবে কি তুফান?
মদন— দু'জনে সমান, মোরা দু'জনে সমান
উভয়ে— অথৈ জলে দিচ্ছি পাড়ি, দেখি থাকে কিনা মান॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ঊর্ব্বশীর কক্ষ

[সখিগণ ঊর্ব্বশীকে ফুলের মালা পরাইতেছিল]

ঊর্ব্বশী। নে, তোদের যে আর সাজান হয় না!

চিত্রলেখা। হওয়া কি মুখের কথা! অমরার অপ্সর-রাণী তুমি, বেরুবে দিগ্বিজয়ে; অস্ত্রশস্ত্র যেখানকার যেটী, সব ঠিকঠাক ক'রে দিতে হবে তো—নইলে যদি তাগ্ ফস্‌কে যায়!

রম্ভা। ইঃ লো! কত শুকনো-হাড় মুনি ঋষি ঘোল খেয়ে গেল,—কারও হাজার বছরের তপস্যা, এক চাউনিতেই জটা পুড়িয়ে ছাই! কেউ নিঃশ্বাসের গন্ধেই অজ্ঞান; কারও বা নূপুরের আওয়াজেই ধ্যান-নিমীলিতনেত্র একেবারে ঊর্দ্ধনেত্র! আর ছুঁলে? গায়ে যদি একবার হাতখানা অসাবধানে ঠেকল, অমনি—

দূর হ'তে দেখি যারে জ্বলন্ত অনল।
পরশিতে ঠিক যেন হিমানী শীতল॥

একেবারে সান্নিপাতিকের বিকার, পতন ও মূর্চ্ছা! আর এ তো সামান্য মানুষ, তায় যুবক, বীর, তার উপরে রণে আগুয়ান স্বয়ং ঊর্ব্বশী! সোণা আগুনে পুড়ে নরম হ'য়েই আছে, এখন গড়ন গ'ড়ে নিতে যা দেরী! না—কি বলিস্?

ঊর্ব্বশী। দূর তোর যেমন কথা! আমার সত্যিই লজ্জা ক'রছে।

রম্ভা। কেন, সেধে যাচ্ছিস ব'লে?

ঊর্ব্বশী। নয়? হাজার হ'ক্, রমণী তো?

রম্ভা। হাঁ, কিন্তু তা ব'লে অবলা নও।

উর্ব্বশী। নই কিসে?

রম্ভা। সৃষ্টির লোকের ধ্যান ভাঙ্গ ব'লে।

উর্ব্বশী। কি ক'রব, যেতেই হবে। দেবরাজের আদেশ, লঙ্ঘন করবার সাধ্য তো নেই।

রম্ভা। নইলে তোমার সাধ্য ছিল?

উর্ব্বশী। কেন, আমার কি দেখলি?

রম্ভা। কি দেখলুম? সেই—

চুরি ক'রে চেয়ে দেখা অপাঙ্গে ঈক্ষণ।
অলক্ষ্যে বক্ষের মাঝে মৃদু শিহরণ॥
বসন্তে মদন যেন খেলিয়াছে ফাগ।
সাদা মুখ রাঙ্গা তাই, মাখা অনুরাগ॥
নাসাপ্রান্তে মুক্তাপাঁতি বিন্দু বিন্দু ঘাম।
কম্পিত অধর-ওষ্ঠ, অঙ্গে খেলে কাম॥
কি যেন লুকান ব্যথা মরম মাঝারে।
বলি বলি করে মন বলি গো কাহারে॥
ঘন তপ্ত বহে শ্বাস, পরাণ উদাস।
প্রণয় লক্ষণ যে গো পলকে প্রকাশ॥
লুকাতে কি পার সখি মনোভাব আর।
আপনি দিয়েছে ধরা আপন ব্যাভার॥

উর্ব্বশী। এ পড়াতো অনেকদিন পুরোণো হয়ে গেছে, নতুন কিছু জানিস্ তো বল্?

রম্ভা। চাঁদের আলোয় কি ঘুণ ধরে? প্রেমের দেবতাটী যে চির-কিশোর! সেই বুড়ো প্রজাপতির জন্মদিন থেকে আজও পর্য্যন্ত এই পুরোণো ভাবের একটানা স্রোত ঠিক সমানভাবেই ব'য়ে চলেছে;

কেবল যারা নাইতে নামছে, তারাই নতুন। ভাবতো বদলাচ্ছে না, কেবল ভাবুকই বদলাচ্ছে।

উর্ব্বশী। সত্যিই রমণীমোহন মূর্ত্তি! আমি দেখেছি, আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ হাসলে। কি সুন্দর!

রম্ভা। আর তোমার?

কিবা গ্রীবাভঙ্গী মরি মরাল নিন্দিত।
কম্বু কণ্ঠে কিবা চারু ত্রিবলী শোভিত॥
কমল পলাশ ঐ আয়ত নয়ন।
চটুল চাহনী তায় খঞ্জন নর্ত্তন॥
পীণবক্ষ ক্ষীণকটি নিতম্ব বিশাল।
পৃষ্ঠে তায় আলুলিত কৃষ্ণ কেশজাল॥
মুখর হইল অঙ্গ কান্তি কথা কয়।
দেখ চেয়ে এ যে সই রূপের প্রলয়॥

সুন্দরে যদি সুন্দর মেলে, বল দেখি কি সুখেরই হয়—যেন পদ্মের পাশে পদ্ম!

উর্ব্বশী। তাহ'লে আমায় বিদায় দে, আমি এখন যাই?

রম্ভা। একলা যাবে? আমরা সঙ্গে ক'রে পৌছে দিয়ে আসব না?

উর্ব্বশী। না, তোমাদের আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না; কামদেব যে, আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ব'লেছেন।

রম্ভা। তিনি কই?

উর্ব্বশী। দ্বারেই অপেক্ষা ক'রছেন।

রম্ভা। বেশ, চল, আমরা দ্বার পর্য্যন্তই পৌছে দিই।

(গীত)

সখিগণ— শিথিলকবরী—চলে নাগরী নাগর বাসে।
চাঁদিনী হাসে, পিক কুহু ভাষে,
মাতে চিত রতি-রস-আশে ॥
চলে জড়িত চরণ লাজে,
রিণিকি ঝিণিকি মৃদু মঞ্জির বাজে,
সাজি ফুল সাজে বিভোরা বিলাসে ॥
মধুপানে, চাহে সুধাদানে,
ঘন নয়ন হানে, থরথর মদন তরাসে।
দোলে হরষে হার উরসে,
মাধুরী কত বরষে,
সাধ মানসে—বাঁধিতে প্রাণেশে ভুজপাশে ॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্বর্গ—কক্ষ

(অর্জ্জুন)

অর্জ্জুন। জলে অগ্নি নাহিক উত্তাপ ;
রবিকর স্নিগ্ধ মনোরম ;
নীল নভস্থলে বিরাজিত সুধাকর,
পরিপূর্ণ ষোড়শ কলায়,
নাহি ক্ষয়, নহে মেঘাবৃত কভু !

ফুটে মন্দার কুসুম—
মৃদু মন্দ সমীরণ
গন্ধ তার দিগন্তে লুটায় !
মন্দাকিনী বহে কুলুকুলু—
ছুটে অমৃত লহর,
সুরভি শীকর তার শ্রান্তি বিনোদন !
বিমোহন নন্দন কানন,
বিশ্বকবি ধ্যানের সৃজন,
আনন্দ ভবন,
দেবদেবী আনন্দ পুতলী ;
ইচ্ছাধীন প্রয়োজন,
বিনিময় আনন্দ কেবল !
কেবা জানে
এ আনন্দ উপভোগ
কতদিন আছে অদৃষ্টে আমার ?

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। দেব !

অর্জ্জুন। কহ প্রতীহারি, কিবা প্রয়োজনে
এ নিশীথে আগমন
হেথা তব ?
দেবরাজ স্মরণ কি করেছেন দাসে ?

প্রতী। নহে আর্য্য !

অর্জ্জুন। তবে ? কহ কি সংবাদ ?

প্রতী। দেব, রূপসী উর্ব্বশী দ্বারে।

অর্জ্জুন। কেন সহসা উর্ব্বশী হেথা ?
কহ জান যদি কিবা প্রয়োজন তাঁর।

প্রতী। সাক্ষাৎ প্রার্থিণী তিনি।

অর্জ্জুন। সসম্ভ্রমে নিয়ে এস তাঁরে।

প্রতী। যথা আজ্ঞা দেব !

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। মধ্য রাত্রি,—
বুঝিতে না পারি
বিনিদ্রা উর্ব্বশী কেন সাক্ষাৎ প্রার্থিণী !

(ধীরে ধীরে উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী। হে অর্জ্জুন,
চিনিতে কি পার মোরে ?

অর্জ্জুন। হাঁ, দেখিয়াছি ইন্দ্রসভা মাঝে
নৃত্যশীলা অপ্সরা উর্ব্বশী।

উর্ব্বশী। শুধু তাই নয়,
স্বর্গ-বারাঙ্গনা আমি।

অর্জ্জুন। হাঁ, তাও জানি ;
কহ কিবা প্রয়োজনে
আগমন হেথা তব ?

উর্ব্বশী। সেই সভা মাঝে চেয়েছিলে তুমি
সতৃষ্ণ নয়নে মোর পানে,
ঈষৎ হাসির রেখা ওষ্ঠপ্রান্তে তব

উঠেছিল ফুটি',
লক্ষ্য আমি করিয়াছি তাহা।
সেই হাসি,
সেই কৌতুক-আবিষ্ট দৃষ্টি
আনিয়াছে হেথা মোরে।
বুঝিয়াছ প্রয়োজন?
বুঝিয়াছ বীর—
কেন বাধাহীন চরণ আমার
বহন করিয়া মোরে
এ নিশীথে এনেছে এথানে?
নাহি লজ্জা, নাহিক সঙ্কোচ,
নাহি কিছু লৌকিক বন্ধন,
চির স্বেচ্ছাধীনা আমি—
স্বর্গ-বারাঙ্গনা;
সাধ মম, আজি নিশি সেবিব তোমারে,
একনিষ্ঠা নারী যথা
সেবে পতিরে তাহার।

অর্জ্জুন। বুঝিতে না পারি,
কেবা তুমি মায়াবিনী নারী,
উর্ব্বশী সাজিয়া
আসিয়াছ ছলিতে আমায়!
সত্য যদি তুমি গো উর্ব্বশী,
জাননা কি তুমি
পুরুবংশে জনম আমার,

উর্ব্বশী আধার যার ?
চন্দ্রবংশ কেতু সুবিক্রম রাজর্ষি বিক্রম—
স্বেচ্ছায় উর্ব্বশী যাঁরে করিল বরণ,
আমি পার্থ বংশধর তাঁর ?

উর্ব্বশী। জানি বীর,
জানি, তুমি পুরু-বংশধর ;
কিন্তু হে নরেশ,—
তুমি নাহি জান অমরার রীতি।
পৌরব যে কেহ সুকৃতির বলে
সগৌরবে আসে স্বর্গপুরে,
অসঙ্কোচে সেবি আমি তাঁরে।
মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ ভেদ
মর্ত্ত্যের আচার,
স্বর্গে স্বতন্ত্র ব্যাভার।
নিত্য শুদ্ধ আত্মা,
এক বহু রূপে বিরাজে এখানে,
নাহি ভেদাভেদ হেথা।

অর্জ্জুন। আমি মর্ত্ত্যের মানব,
নহি সূক্ষ্ম দেহধারী ;
স্বর্গের নিয়ম পালনীয় নহে কভু মোর।
তুমি পুরুবংশ-প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী,
চির নমস্যা আমার।

উর্ব্বশী। হে অনঘ,
কিবা ফল অতীত স্মরণে ?

জাননা কি কালাকাল-অতীত এ স্থান,
বর্ত্তমান বিরাজিত শুধু ?
হে বীরকেশরি,
কেন ভাব—আমি সে উর্ব্বশী
বংশের আকর তব,
আরাধ্যা তোমার ?
হে পুরুষ,
মনে কর আমি শুধু নারী,—
আমোদিনী অপ্সরা উর্ব্বশী,
রূপ যার—পরিপূর্ণ সদা
বর অঙ্গ চারু পাত্রে করে ঢল ঢল !
ভাব মনে, আমি সেই রূপসী উর্ব্বশী,—
অনন্ত যৌবন
সদ্য ফুটন্ত প্রসূন সম নিত্য সহচরী যার ;
কমল-পলাশ আয়ত লোচন,
কামনার স্নিগ্ধ বহ্নি
অবিরাম জ্বলে যাহে ;
জরাহীন মরণবিহীন কান্তি সুকুমার ;
স্বেচ্ছাগতি—লুব্ধ পবনের প্রায় ;
সৌন্দর্য্য পিয়াসী হৃদি সুখের আবাস,
প্রণয়-মদিরা পানে মত্ত দিবানিশি,
আমি সেই বিভোরা উর্ব্বশী,
সমভোগ্যা সকলের।
শুধু রূপ, শুধু মোহ,

শুধু অনিন্দ্য স্থতন্বী বামা,—
লালসার জীবন্ত বিগ্রহ,
সুর নর মানস মোহিনী,—
ভাবুকের ভাবিনী ভামিনী
সুষমার রাণী —
অপ্সরা উর্ব্বশী আমি !

অর্জ্জুন। হে রমণি,
একি অসঙ্গত বাণী
আজি শুনি তব মুখে ?
কহ, একি পরীক্ষা করিতেছ মোরে ?
দুর্ব্বল মানব, আমি ক্ষুদ্র নর,
রিপুর তাড়নে জর্জ্জর সতত,
একি তীব্র বিষ ঢালিতেছে কর্ণে মোর ?
সম্বর সম্বর তব রূপের প্রবাহ—
চরাচর বিমোহিত যাহে।
রুদ্ধ কর হৃদয়ের দ্বার,
ভাষা হ'ক্ গতিহীন রসনায় তব।
দেখি আজি প্রকৃতি—প্রকৃতিহারা !
যুবতী মুখরা,
অসঙ্কোচে যাচে পুরুষের প্রেম !
ছি ছি, নারীত্ব ডুবিল বুঝি রসাতলে আজি !
একি কুৎসিৎ আচার !
কর্ণ হ'ক বধির আমার !
নারী—লজ্জার আধার,

হেরি বিপরীত ব্যবহার তার !

উর্ব্বশী। না না, এইতো প্রকৃতি-রীতি !
পরিপূর্ণ স্রোতস্বিনী
আবেগে উল্লাসে মিশে সাগর তরঙ্গে ;
দেখ, অনুকূল বহে বায়,
ফুলরেণু মলয় বিলায়,
কাননে কাননে গুঞ্জে মত্ত মধুকর,
সুধাকর বিলাসে বিভোর,
কপোত কপোতী প্রেম খেলা শিখায় জগতে,
হংসী ফেরে মরালের পাশে,
নিখিল ভুবন বাঁধা মিলনের সুরে !
তবে—কেন রহ দূরে ?
নহে ক্ষুদ্র এ হৃদয়,
তব যোগ্য স্থান দেখ মতিমান্ !
কেন মৌন ?
কেন গো সঙ্কোচ ?
হে চঞ্চল,
অঞ্চলে আছিল বাঁধা রমণীর লাজ,
আজ পদতলে তব দিয়াছি লুটায়ে ;
মরমের ডালা করিয়া উজাড়
যৌবন অঞ্জলি দিতে হয়েছে গো সাধ,
নিরাশ ক'রোনা মোরে !

অর্জ্জুন। এই রূপ ! এই নারী !
নিমিষে কুৎসিৎ হেন ?

হও তুমি স্বর্গ-বারাঙ্গনা,
অনন্ত যৌবনা বালা
সমভোগ্যা সকলের,
হও তুমি লালসার জীবন্ত বিগ্রহ,
কিন্তু মোর কাছে দেবী তুমি জননী সমান,
সতত ভক্তির পাত্রী,
নিত্য পূজনীয়া যথা মাতা কুন্তী,
মাদ্রী, সুরেশ্বরী শচীদেবী মোর।
যাও দেবি,
বৃথা বিলম্ব না কর হেথা আর !

উর্ব্বশী। আরে ছল !
এই যদি মনোভাব তব,
কেন তবে
ইঙ্গিতে কটাক্ষ তুই করিলি আমারে ?

অর্জ্জুন। ভুল বুঝিয়াছ মাতা ;
হেসেছিনু দেখিয়া তোমায়—
বিস্ময়ে বিহ্বল আমি,
এই ভাবি' মনে,
পুরুবংশে কত রাজা এল,
কাল স্রোতে কত গেল ভেসে,
দীর্ঘ—দীর্ঘ যুগ,
কিন্তু তুমি আছ অবিকৃত অটুট-যৌবনা,
চির নবীনা কলিকা ;
অদ্ভুত রহস্য এই !

যাও দেবি,
রহি' হেথা অপরাধী ক'রোনা আমারে,
রাত্রি ত্রিযামা অতীত।

উর্ব্বশী। (স্বগতঃ) ছি—ছি কোন্ মুখে যাইব ফিরিয়া
কালী দিয়া অপ্সরার কুলে !
একি অপমান আজ,
একি ঘৃণা !
হাসিবে সকলে,
পরাজিতা অজেয়া উর্ব্বশী—
সৃষ্টি যার মোহিতে ভুবন,
দৃষ্টি যার যোগ ভঙ্গকারী !
(প্রকাশ্যে) আরে রে অর্জ্জুন,
আরে আরে পুরুষ অধম,
প্রত্যাখ্যান ক'রিলি আমায় ?
নর হয়ে নারীর আচার তোর ?
মম শাপে হবে তোর নারীর আকার,
হীন বারাঙ্গনা সম নৃত্যগীতে রত,
র'বি নারীগণ মাঝে ;
ক্লীব পার্থ—হেয় সকলের ! [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হায় হায়
একি বিধি বিড়ম্বনা,
অকারণে হইলাম শাপগ্রস্ত আমি !
এই যদি স্বর্গের বিধান,

অবিচার ভোগ যদি স্বর্গের আচার,
কেন লোকে করে তবে স্বর্গের কামনা?
মর্ত্ত্য—জন্মভূমি মোর,
ঘৃণিত এ স্বর্গ হ'তে
শতগুণে গরীয়সী তাহা!
ছিছি স্বর্গে আজি জন্মিল ধিক্কার!

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি। পার্থ, দেখলেম ক্রোধান্ধ উর্ব্বশী চলে যাচ্ছে।

অর্জ্জুন। যাক্। হে মাতলি, স্বর্গের সাধ আমার মিটেছে। ছিছি, বিনা কারণে আমি স্বর্গে এসে শাপগ্রস্ত হ'লেম।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বিনা কারণে নয় বৎস! বনবাসে, অজ্ঞাত বাসকালে উর্ব্বশীর এই শাপই তোমার পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হবে এবং ভোগান্তে এক বৎসর পরে তুমি পুনরায় শাপমুক্ত হ'য়ে জগতের কল্যাণ বিধান করবে। বৎস, তোমায় পুত্ররূপে পেয়ে আমি ধন্য, তোমার আগমনে আজ স্বর্গপুরী ধন্য, ধন্যা তোমার জননী কুন্তীদেবী—যিনি তোমার মত জিতেন্দ্রিয় পুত্র গর্ভে ধারণ করেছেন! ঐ দেখ, দেবতারা তোমার অদ্ভুত আত্মজয় দর্শনে চমৎকৃত হ'য়ে পুষ্পবৃষ্টি ক'রছেন!

[পুষ্পবৃষ্টি]

নেপথ্যে দেবদেবীগণ। ধন্য অর্জ্জুন! ধন্য পাণ্ডুকুল গৌরব!

(মহাদেব ও মদনের প্রবেশ)

মহা। কি মদন, দেখলে ? আত্মজয়ী পুরুষের নিকট তোমার প্রভাব কিরূপ ম্লান ! মর্ত্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবতা অপেক্ষাও যে, শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে তা বুঝতে পারলে ?

মদন। দেব, আমি আপনারও ধ্যানভঙ্গ করেছিলেম, কিন্তু আজ অর্জ্জুনের নিকট সগৌরবে পরাজয় স্বীকার করছি।

অর্জ্জুন। হে পিণাকধারি ! হে দেবাদিদেব ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

মহা। অর্জ্জুন, সার্থক তোমার বিজয় নাম। সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় তুমি বিজয়ী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। বৎস, তুমি স্বর্গের নিন্দা করছিলে ? কিন্তু না ; এ কামনার স্বর্গ—এ ভোগপুরী। বৈকুণ্ঠবিহারী যে স্বর্গে থাকেন, সেখানে কাম নাই, বাসনা নাই, ভোগ নাই—সেখানে কেবল আনন্দ—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—বিরামহীন আনন্দ।—অর্জ্জুন, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার আদর্শে ধরণীর মানুষ যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হ'য়ে, মর্ত্ত্যকে আদর্শ স্বর্গে পরিণত করে।

অর্জ্জুন। হে দেবতার দেবতা ! যদি দাসের প্রতি এত কৃপা, এই স্বর্গে একবার গোলোকবিহারীর দেখা পাইনা ?

মহা। হরি-হর এক আত্মা—ভিন্ন দেহ।
হের বৎস,
স্বর্গে ঐ সর্ব্ব-স্বর্গের ঈশ্বর,
নারায়ণ আরাধ্য আমার—
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকপতি রাধিকারমণ !

[শূন্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা]

(সখিগণের গীত)

নামে কাম পালায় দূরে হের ঐ মদনমোহন।
বামে রাই সৌদামিনী আধ ঢাকা কাল বরণ॥
সাধে কি মন মজেছে,
রূপসাগরে রূপ মিশেছে,
অরূপের রূপ দেখ্‌রে তোরা, আলো ক'রে ইন্দ্রভুবন॥

যবনিকা